An Online News Bulletin for Preservation and Promotion of Bengali Language and Culture. An Initiative of the Bengal Association, Delhi

20 pages

Date of publishing - 7th OCT '2023

অ্যাসোসিয়েশন সংবাদ-২৬৮

ASSOCIATION SAMBAD

October 2023 Volume 24 No. 7

অক্টোবর - ২০২৩

www.bengalassociation.com

If undelivered please return to
Bengal Association, Banga Sanskriti Bhawan,
18-19, Bhai Veer Singh Marg,
Gole Market, New Delhi - 110001Tel. 23344808
E.mail : bengalassociation1819@gmail.com

সম্পাদকের কলমে

অতলনীল নীরব মাঝে বাজল গভীর বাণী
নিকষেতে উঠল ফুটে সোনার রেখাখানি।

মধ্যপ্রাচ্য থেকে সুমন্দ বাতাস বয়ে এসে, নবীন সুরের লীলায়, অরুণবীণার তার বেজেছে মেঘমন্দ্রিত ছন্দে। পুরাতন চাঁদ, আমার চোখে আজ আবার নূতন লাগে, হৃদয়ে জাগে ভালোবাসার সাধ। শুভক্ষণ ফিরে পাওয়ার আনন্দে, চারপাশে যেন এক অনন্য অনুভূতি। ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকায়, কবিগুরুর স্মৃতি বিজড়িত শান্তিনিকেতন, স্বীকৃতি পাওয়ার সাথে সাথেই উচ্ছ্বাস-আনন্দের ঢেউ, বেগনি রঙের বনের সীমানা পেরিয়ে, লাল মাটির দেশ ছুঁয়ে, বাংলা তথা সারা বিশ্বে আছড়ে পড়েছে। চাঁদ চন্দন চোখে বুলিয়ে, এই উপচে পড়া সূর্যের আলোয়, বাংলাকে জড়িয়ে, দূরে থেকেও রাজধানী দিল্লি শহরের আপামর বাঙালি সংস্কৃতি প্রেমী মানুষ, অবেলার এই সোনার গোধূলি-রাগে অবগাহনরত। তাই তো মনে হয়, আজো হেথা, তেমনি ধারা বাজে শ্যামের বাঁশরী।

অঙ্গারের মতো তেজ, কাজ করে অন্তরের তলে। তাই একটা সমবেত স্বপ্ন ভাসছিল ক্রীড়া জগতের আকাশে। আকাঙ্খার শক্তি আগুনের মতো বয়ে এসে, চীনের মাটিতে দাঁড়িয়ে, এশিয়ান গেমসে, পদকে সেঞ্চুরি হাঁকালো আমার দেশ। শুটিং, স্কোয়াশ, তিরন্দাজি, টেনিস, কবাডি, ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন থেকে শুরু করে, এই বছর চমকপ্রদভাবে, রিলে রেস, স্টিপলচেজের মতো ইভেন্ট সহ অ্যাথলেটিক্সে ভারত ২৮টি স্বর্ণপদক পেয়ে ইতিহাস গড়েছে। এশিয়ান গেমসে এতবড় সাফল্য বোধহয় এই প্রথম।

মাত্র কয়েকদিন আগেই, দিল্লিতে এ বছরের প্রথম বইমেলা সুসম্পন্ন হয়েছে। প্রত্যেক বছর, বইমেলা এলেই দীর্ঘদিনের তালা বন্ধ রাখা ধূসর স্মৃতি হাতড়াতে বসে যাই। আসলে শৈশবে 'বইমেলা' শব্দটা আমার কাছে ছিল একটা আবেগ, একটা বিস্ময়ের। কারণ শুধুমাত্র বই নিয়ে যে, আস্ত একটা মেলা হতে পারে, সেটা কোনোদিনই কল্পনাতেও আসেনি তখন। সারি সারি নতুন বইয়ের গন্ধমাখা পাহাড় ছুঁয়ে দেখার অনুভূতি আজ হয়তো ঠিকমতো প্রকাশে অক্ষম আমি। কর্মসূত্রে প্রবাসে বসবাস করে দেখেছি, রাজধানী শহরের নবপ্রজন্মের বাঙালিদের

কাছে, বাংলা ভাষা ও তার শিল্প সংস্কৃতির অমূল্য মণিমুক্তো, বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সযত্নে তুলে ধরতে সারা বছর ধরে অনলস পরিশ্রম করে চলেছে, দিল্লির বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন সংস্থাটি। আমরা সবাই মনে প্রাণে বিশ্বাস করি, মাতৃভাষার সঠিক সংরক্ষণ ও তাকে লালন করার সঠিক প্রয়াস যে কোনো জাতির মেরুদণ্ড। এই আপ্তবাক্য মেনে নিলেও, মনে না নেওয়ায়, বহির্বঙ্গে বহু অভিভাবক আজও তাঁদের সন্তানদের মননে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি যাপন করার অভ্যেস গড়ে তোলেন না। তাই বিভিন্ন সংস্থার দ্বারা এত উদ্যোগের পরেও নতুন প্রজন্মের শিশু বা কিশোরদের এই বইমেলায় সেভাবে খুঁজে পাওয়া যায় না। এটা খুবই দুঃখজনক। আশাকরি আগামীতে তথাকথিত অভিভাবকগণ, প্রবাসে মাতৃভাষাকে রক্ষা করার চেষ্টায়, তাঁদের সন্তানদের প্রতি আরও যত্নবান হবেন। আর সেদিনই, নতুন বাঙালি প্রজন্মের কাছে, আমাদের এই আনন্দ আয়োজন এবং অক্লান্ত পরিশ্রম সার্থক হয়ে উঠবে।

বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন, দিল্লির অধ্যক্ষ শ্রী তপন রায়, সাধারণ সম্পাদক শ্রী প্রদীপ গাঙ্গুলী এবং কার্যনির্বাহী সমিতির তরফ থেকে, আমাদের গর্বের প্রতিষ্ঠানের সকল সদস্য, তাঁদের পরিবারবর্গ এবং পৃথিবীর নানা প্রান্তে বসবাসরত মনে প্রাণে সকল বাঙালিকে, **আসন্ন 'দুর্গা পূজার' অসংখ্য শুভেচ্ছা, আন্তরিক প্রীতি ও শুভকামনা রইল।** উৎসবের প্রত্যেকটা দিন, সকলে তাঁদের পরিবার এবং বন্ধুবর্গের সাথে আনন্দে কাটান।

আমাদের একবিংশতম দিল্লি বইমেলা সংবাদ

সম্প্রতিকালে, রাজধানী দিল্লিতে সর্বমোট চারটে বাংলা বইয়ের মেলার আয়োজন করা হলেও, দিল্লির বেঙ্গল অ্যাসিয়েশনের হাত ধরেই, রাজধানী শহরে সর্বপ্রথম বাংলা বইমেলা শুরু হয়েছিল এবং আমাদের এই ঐতিহ্যবাহী বাংলা বইমেলা, সগৌরবে একুশতম বসন্ত পার করে, অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছে। সমগ্র দেশ জুড়ে, বাংলা বইমেলার আয়োজনে কলকাতা এবং ত্রিপুরার পর, দিল্লির বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের এই বইমেলা, ভারতের তৃতীয় বৃহত্তম বইমেলার মর্যাদা, সম্মানের সাথে বজায় রেখে চলেছে, একথা সর্বজনবিদিত। তবে নিন্দুকেরা অনেকেই, এই তত্ত্ব মানতে না চাইলেও, তাঁদের বোঝানো যায় না, আমাদের 'সাধ থাকলেও সাধ্যে কুলায় না।' তবে আশার আলো, প্রবাসে

থেকে শুভাকাঙ্খীরা সকলেই বোঝেন, একুশে পা দিয়ে আমরা সাবালকত্ব অর্জন করলেও, আর্থিক সমস্যা এবং সংস্কৃতিমনস্ক লোকবলের অভাবে, বহির্বঙ্গে থেকে শুধুমাত্র মাতৃভাষা বাংলায়, এমন একটা বৃহৎ বইমেলার আয়োজন করাটা ঠিক কতটা দুরূহ।

এবারের একবিংশতম বইমেলা, গত ২৯শে সেপ্টেম্বর থেকে শুরু চারদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়েছিল আমাদের বঙ্গ সংস্কৃতি ভবনেই। কলকাতা থেকে আগত বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থার বইয়ের সম্ভার, লোভনীয় সুস্বাদু বাঙালি খাবারের স্টল, বাঙালির ঐতিহ্যবাহী শাড়ীর বিকিকিনি এইসব মিলিয়ে জমজমাট ছিল এই চারটে দিন। মুক্তধারা প্রেক্ষাগৃহে, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, সাহিত্যিক কিন্নর রায় এবং যশোধরা রায় চৌধুরী। বইমেলার আয়োজনের উদ্দেশ্যই ছিল, নতুন প্রজন্মকে মাতৃভাষার সাথে আরও বেশি করে যোগসূত্র ঘটানো। তাই ওদের কথা ভেবে, আয়োজন করা হয়েছিল, হাতের লেখা, গল্প বলা এবং অঙ্কন প্রতিযোগিতা। এই বছর আমাদের সংস্কৃতি বিভাগ, এই প্রজন্মের কিশোর কিশোরীদের দিয়ে মঞ্চের অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করানো থেকে শুরু করে বাচ্চা মেয়েদের দিয়ে মঞ্চের বিভিন্ন দায়িত্ব সামলানোর ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কিশোরী মেয়ে সৃজিতা মুখার্জী, অসামান্য দক্ষতায় প্রথম দিনের সঞ্চালনার ভার সামলে উপস্থিত সকলকে মুগ্ধতার আবেশে বেঁধে ফেলে। প্রবাসে নতুন প্রজন্মের এই কিশোরীর, মাতৃভাষার প্রতি আগ্রহ এবং দখল দেখে প্রায় সকলেই মুগ্ধ। মঞ্চে উপস্থিত গন্যমান্য ব্যক্তিদের বিশেষ সম্বর্ধনা দেওয়ার সময়, দুই বালিকা শরণ্যা এবং আহেলী, বাঙালির ঐতিহ্যবাহী শাড়িতে সুসজ্জিত হয়ে, খুব সুন্দর ভাবে মঞ্চে স্মারক সম্মান উপহার পৌঁছে দিচ্ছিলো। এই তিন কন্যার, সেদিনের মঞ্চে এই বিশেষ উপস্থিতি এক আলাদা মাত্রা তুলে ধরেছিল।

এবারের বইমেলার মূল আকর্ষণ ছিল মুক্ত মঞ্চ। চারদিন ব্যাপী বইমেলা প্রাঙ্গনের মুক্তমঞ্চে, আমাদের চারপাশের প্রচুর সংখ্যক সংস্কৃতি প্রেমী মানুষ তাঁদের সুপ্ত প্রতিভা অর্থাৎ, আবৃত্তি, গান, নৃত্য, যন্ত্রসঙ্গীত ইত্যাদি পরিবেশনার সুযোগ পেয়েছিলেন মনের আনন্দে। এনারা প্রায় প্রত্যেকেই, বাংলার বাইরে থাকলেও, সময় সুযোগ মতো তাঁদের এই সমস্ত গুণ, সঠিক সময়ে, সঠিক জায়গায় প্রকাশের সুযোগও পান না এবং সত্যি বলতে, কোনো ভালো একটা প্ল্যাটফর্মের অভাবে, অনেক সময় এই সুপ্ত প্রতিভা, ওনাদের জীবন থেকে

অযত্নে হারিয়ে যায়। এই সব উৎসাহী সংস্কৃতি প্রেমী মানুষদের পাশে দাঁড়িয়ে, সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, তথাকথিত বিদগ্ধজনেরাও। সকলের সমন্বয়ে এই বিশেষ আয়োজন অন্য মাত্রা পেয়েছিল এবং এটাই ছিল এবারের বইমেলার চরম প্রাপ্তি।

বইমেলার প্রথমদিনের অনুষ্ঠানের শুরুতেই, দিল্লির লেখকদের অনুগল্প পাঠের আসর বসেছিল বইমেলা প্রাঙ্গনে। যার সংযোজনায় ছিলেন পৃথা দাস। এরপর সান্ধ্যকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে, দিল্লির সক্ষম গ্রুপের, বিশেষভাবে সক্ষম কিশোররা, অসামান্য দক্ষতায় যন্ত্রানুসঙ্গীত পরিবেশনের সাথে, কণ্ঠদান করে হল ভর্তি দর্শককে মুগ্ধ করেন। এরপর মুখাভিনয়ে দর্শকদের কাছে বিশেষ বার্তা পৌঁছে দেন গৌতম দাশগুপ্ত। প্রথমদিনের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে, প্রতিভা অন্বেষণের বিজয়ী উদীয়মান শিল্পীরা গান শোনান। দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানে, ইতিহাসের দিল্লিতে আজকের বাঙালিরা সাহিত্য চর্চা নিয়ে কী ভাবছেন বা করছেন, সেই

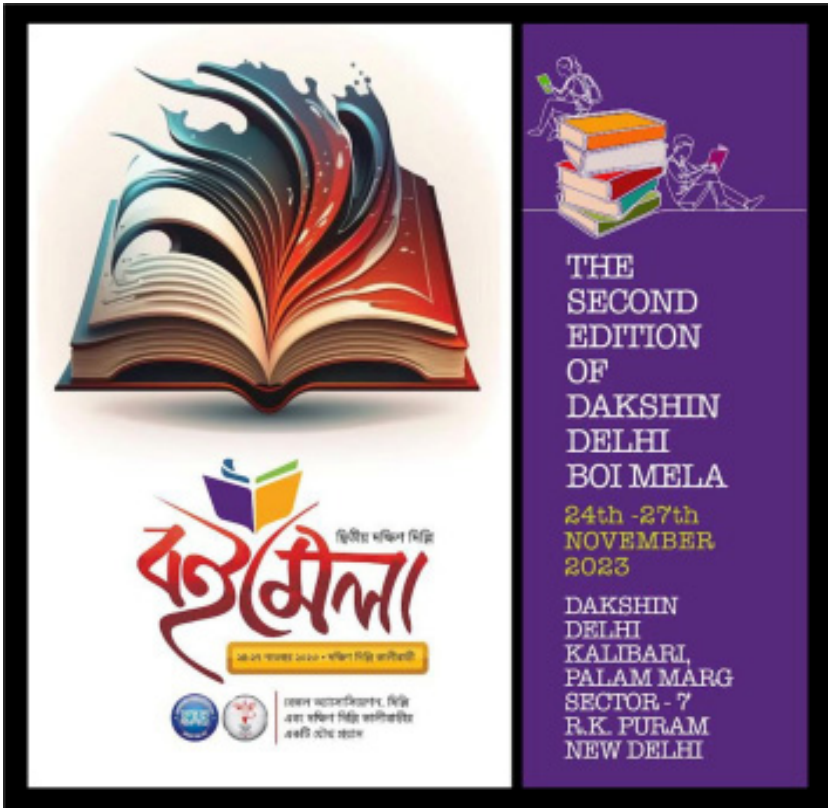

বিষয়ে, আবীরা ভট্টাচার্য, শমীক রায়, সাহানা চক্রবর্তী ও অভিজিৎ সিনহার সঙ্গে আলোচনায় ছিলেন আমাদের কার্যকরী সমিতির বিশেষ সদস্য এবং দিল্লি বিশেষজ্ঞ শ্রী সুমন্ত ভৌমিক। বিকেলের অনুষ্ঠানে, কবিদের কবিতা আড্ডার আসরে অংশগ্রহণ করেছিলেন, যশোধরা রায় চৌধুরী, অগ্নি রায়, প্রাণজি বসাক, অপর্ণা আচার্য, সুমন মান্না ও মুন্সী মহম্মদ ইউনুস। এই অনুষ্ঠানে সংযোজনায় ছিলেন, মৌমিতা মিত্র। এইদিনের সন্ধ্যার বিশেষ আকর্ষণ হিসাবে, যুগোত্তীর্ণ সাহিত্যসেবী নারায়ণ সান্যালের শতবর্ষে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন, বিশিষ্ট সাহিত্যিক কিন্নর রায় এবং মুখবন্ধে ছিলেন মুন্সী মহম্মদ ইউনুস। এত সুন্দর এই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে, আগ্রহী ব্যক্তিগণ মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনে সমৃদ্ধ হয়েছিলেন সেদিন। সান্ধ্যকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে, দুটি উচ্চমানের সঙ্গীতানুষ্ঠান পরিবেশন করেন রাজধানী শহরের দুটি গোষ্ঠী। প্রথম অনুষ্ঠানে, ধীরা ঘোষ দস্তিদারের পরিচালনায়, পূর্বাঞ্চল বঙ্গীয় সমিতির কয়ার গ্রুপ, সঙ্গীত পরিবেশন করেন এবং সমাপ্তি অনুষ্ঠানে লে রিদম ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে, ছোটদের গান ও অর্কেস্ট্রা মঞ্চে পরিবেশিত হয়।

একবিংশতম বইমেলার তৃতীয় দিনে, ডাক টিকিট এবং মুদ্রা সংগ্রহ নিয়ে আয়োজন করা হয়েছিল নানান গল্প এবং ক্যুইজ প্রতিযোগিতা। উপস্থিত ছিলেন, কুলদীপ মানহাস, চিন্ময় বসু, পুলক গুপ্তা এবং বিজয় শেঠ। এরপর নন ফিকশন নিয়ে একটি মনোজ্ঞ আলোচনায় বক্তব্য রাখেন, বিশিষ্ট সাংবাদিক সমৃদ্ধ দত্ত এবং মুখবন্ধে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন নবনীতা চ্যাটার্জী। পরবর্তী অনুষ্ঠানে কল্পবিজ্ঞানের গল্পে এবং আলোচনায় আলোকপাত করেন দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য্য। সঞ্চালনার ভার অসামান্য দক্ষতায় সামলে ছিলেন, অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিকেলের অনুষ্ঠানে, মুখোমুখি আড্ডা এবং আলোচনায় মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন, জনপ্রিয় কবি ও লেখিকা তসলিমা নাসরিন। দক্ষ ভাবে সঞ্চালনার ভার তুলে নিয়েছিলেন শ্রী শুভদীপ ভট্টাচার্য। পৃথিবীব্যাপী জনপ্রিয় এই লেখিকার দর্শনে, দর্শক পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে ছিল মুগ্ধতার আবেশ। পরবর্তী অনুষ্ঠানে, সাহিত্য এবং সাংবাদিকতার সীমারেখা নিয়ে বক্তব্য রাখেন প্রবীণ সাংবাদিক জয়ন্ত ঘোষাল এবং সঞ্চালনার ভার দক্ষভাবে এগিয়ে নিয়ে যান অধ্যাপিকা শাশ্বতী গাঙ্গুলী। সান্ধ্যকালীন অনুষ্ঠানে দ্বিশত বর্ষে মাইকেল মধুসূদন দত্তকে নিয়ে অসামান্য আঙ্গিকে বক্তব্য রাখেন সৈয়দ হাসমত জালাল। ওনার সাথে মুখবন্ধে ছিলেন গোপা বসু। তৃতীয়দিনের সান্ধ্যকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ছিল বিশেষ চমক। দিল্লি ঘরানার বিস্ময় বালিকা, মাত্র সাত বছরের

সায়েশা চৌধুরী, অসামান্য দক্ষতায় তবলা বাদনে সকলকে বিস্মিত করেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, বিস্ময় বালিকা সায়েশা, মাত্র পাঁচ বছর বয়সেই, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক (কানাডা, আমেরিকা ইত্যাদি দেশের) প্ল্যাটফর্মে লাইভ করার জন্য আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন এবং বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয়েছেন বারবার। এমন এক প্রতিভাকে আমাদের বইমেলার অনুষ্ঠানে পেয়ে আমরা গর্বিত। বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে ওনার জন্য রইল অকুণ্ঠ শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। এদিন সমাপ্তি অনুষ্ঠানে, শ্রী নবারুণ ভট্টাচার্য্যের পরিচালনায়, 'নানারঙে নজরুল' ছিল বেশ মনোগ্রাহী পরিবেশনা। সঞ্চালনায় ও পাঠে ছিলেন রাজধানী শহরের বিখ্যাত বাচিক শিল্পী এবং আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রী প্রদীপ গাঙ্গুলী। নবারুণবাবু এবং অন্যান্য শিল্পীরা সকলেই, নজরুল ইসলামের বিভিন্ন অঙ্গের গান শুনিয়েছেন। নবারুণবাবুর দরদ ভরা কণ্ঠে, 'শূন্য এ বুকে', 'মনে পড়ে আজ সে কোন জনমে' এবং 'শ্মশানে জাগিছে শ্যামা মা' ছিল অনবদ্য নিবেদন যা দর্শককে মোহিত করে তোলে। ওনার কয়েকটা গান ভাটিয়ালির টান ও গীটারের একতারা, মঞ্চকে করে তুলেছিল বৈচিত্র্যময়।

একবিংশতম বইমেলার শেষদিনে অর্থাৎ ২রা অক্টোবর, গান্ধীজির জন্মদিনের শ্রদ্ধার্ঘ্য স্বরূপ, ওনার কর্মজীবন সম্পর্কে বক্তৃতা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। পরবর্তী অনুষ্ঠানে ছোটদের গল্প লেখার ওয়ার্কশপ নিয়ে উপস্থিত ছিলেন দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য্য। সংযোজনায় ছিলেন জাহানারা রায়চৌধুরী। এরপর রাজধানী শহরের কবিদের নতুন কবিতা নিয়ে একটা মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, শিবু মণ্ডল, আফ্রিদা মাসুমা, দেবার্ঘ্য দাস, রোশনি ইসলাম সহ আরও অনেকে। দক্ষ সঞ্চালনায় ছিলেন কবি প্রণব দত্ত। বিকেলের অনুষ্ঠানে, দিল্লির বাংলা সাহিত্যে অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন, সৈয়দ হাসমত জালাল, দিলীপ বসু, গোপা বসু এবং পীযূষ বিশ্বাস। অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় ছিলেন রিমা দাস। পরবর্তী অনুষ্ঠানে, মূর্ত বিমূর্ত ছবি হয়ে ওঠার গল্প নিয়ে একটা মনোজ্ঞ আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন, তড়িৎ মিত্র, দীপক ঘোষ, আনন্দময় ব্যানার্জী, তীর্থঙ্কর বিশ্বাস, হেনা চক্রবর্তী এবং মনোজ দেব। সঞ্চালনায় ছিলেন মোনালী রায়। এরপর বিকল্প নাট্যগোষ্ঠীর পরিচালনায়, বাচ্চাদের নিয়ে অসাধারণ একটা পরিবেশনে মুগ্ধ হন উপস্থিত দর্শকেরা।

এই দিনের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে, আমন্ত্রিত শিল্পী বিভবেন্দু ভট্টাচার্য, তাঁর কণ্ঠের

দিগঙ্গন
শারদীয় সংখ্যা
মহালয়ার দিন শুভ সূচনা! দিগঙ্গন ১৪৩০ শারদীয় সংখ্যার উন্মোচন
মুক্তধারায় আগামী ১৪ই অক্টোবর, শনিবার, সন্ধ্যা ছ'টায়,
এই বিশেষ অনুষ্ঠানে আপনাদের সকলকে স্বাগত।

মায়াজালে, স্বর্ণযুগের বাংলা গানের মুনিমুক্তো, প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ দর্শকের সামনে যে আঙ্গিকে পরিবেশন করে ছড়িয়ে দিলেন, বহুদিন মনে থাকবে। তবে ওনাকে যন্ত্রাণুসঙ্গে যাঁরা সহযোগিতা করেছিলেন, তাঁদের সকলের সম্মিলিত দক্ষতায়, এই অনুষ্ঠানটি অন্য মাত্রা পেয়েছিল। দিল্লির বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন রইল।

বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের নিজস্ব সংবাদ

এবারের একবিংশতম বইমেলায়, আমাদের স্বাস্থ্য ও সামাজিক বিভাগের উদ্যোগে, দিল্লির সুবিখ্যাত রামমোহন লোহিয়া হাসপাতাল, এই মিলনমেলায় স্বাস্থ্য সহযোগী হিসাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। এই হাসপাতালের বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ শমীক ভট্টাচার্য্যের বদান্যতায়, বার্ন এবং প্লাস্টিক সার্জারি বিভাগ থেকে একদল কর্মী উপস্থিত ছিলেন এই মেলায়। এনারা সকলে মিলে, এই মিলনমেলায় আগত দর্শক, বাচ্চাদের এবং তাদের অভিভাবকদের, বুকলেট বিতরণ সহ বিভিন্ন পোস্ট এবং ভিডিও উপস্থাপনার মাধ্যমে, অগ্নি প্রতিরোধের প্রতি সচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যে নানাভাবে আলোচনা করেন।

গত ৭ই অক্টোবর, বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন দ্বারা আয়োজিত, পঞ্চম নাট্যমেলায়, আমাদের মুক্তধারা মঞ্চে, রাজধানী শহরের দুটি জনপ্রিয় নাট্যদল, যাপনচিত্র ও নাট্যরঙ্গ পরিবেশন করলেন দুটি নাটক। যাপনচিত্র প্রযোজিত, সুহান বসু নির্দেশিত নতুন একাঙ্ক নাটক 'মহামায়া' এবং নাট্যরঙ্গ প্রযোজিত, সঞ্জয় দেবনাথ নির্দেশিত বাংলা নাটক 'গ্যাপ' হল ভর্তি নাট্যমোদী দর্শকদের আনন্দদানে সক্ষম হয়েছে। আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এসে এই নাট্যমেলার প্রয়াসকে সফল করে তোলার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।

আগামী ১৪ই অক্টোবর, ২০২৩ শনিবার, প্রতিভা অন্বেষণ (নৃত্য) প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। এই প্রতিভা অন্বেষণ (নৃত্য) প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সকলকে, আগামী ১৪ই অক্টোবর, মুক্তধারা প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত হওয়ার অনুরোধ জানানো হল। আশাকরি, আমরা সকলের সহযোগিতা আমরা আগের মতোই পাবো।

অবনী লাহিড়ীর উদ্যোগে, বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে 'দিগন্ত' সাহিত্য পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। ১৯৭৯ সালে তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক

BENGAL ASSOCIATION
NEW DELHI
নৃত্য কলা
প্রতিভা অন্বেষণ
আগামী
১৪ই অক্টোবর, ২০২৩
শনিবার দুপুর ২:৩০
মুক্তধারা অডিটোরিয়াম
বঙ্গ সংস্কৃতি ভবন
১৮ - ১৯ ভাই বীর সিং মার্গ
গোল মার্কেট, নিউ দিল্লি

প্রয়াত অমরেশ গাঙ্গুলীর প্রচেষ্টায় এবং সেবাব্রত চৌধুরীর সম্পাদনায় 'দিগন্ত' নতুন অবয়বে 'দিগঙ্গন' নামে আত্মপ্রকাশ করে। আজও সেই ঐতিহ্যবাহী ধারা বজায় রেখে এই পত্রিকাটি নিয়মিত রূপে প্রকাশ হয়ে আসছে। আগামী ১৪ই অক্টোবর, শনিবার, মহালয়ার পুন্য লগ্নে, দিগঙ্গন পত্রিকার 'শারদীয় সংখ্যা' প্রকাশিত হবে। বহির্বঙ্গে বাংলা ভাষার প্রসার এবং সংরক্ষণে, দিল্লির সংস্কৃতি মনস্ক ব্যক্তিদের এগিয়ে এসে, মাত্র ১০০০ টাকার বিনিময়ে, দিগঙ্গন পত্রিকার আজীবন সদস্যতা নিয়ে, পত্রিকাটির চলার পথ মসৃণ রাখার আহ্বান জানাই। দিগঙ্গনের আনুষ্ঠানিক উন্মোচনের পর, পত্রিকাটি আমাদের মুক্তধারা বুকশপে পাওয়া যাবে। সদস্যদের বিশেষ অনুরোধ, আপনাদের ঠিকানা এবং যোগাযোগের নাম্বার পরিবর্তিত হলে, দ্রুত আমাদের অফিসে জানান। না হলে সঠিক সময়ে বাড়িতে বসে, শারদীয় সংখ্যা পেতে বিলম্ব হতে পারে।

আনন্দ সংবাদ

রাজধানী দিল্লি সংলগ্ন নয়ডা থেকে প্রকাশিত, অভিব্যক্তি পত্রিকার কর্ণধার ডালিয়া মুখার্জী, বছর দুয়েক আগে, বিলুপ্ত শিশু সাহিত্য ও শিশু মনস্তত্বের উপর একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ওনার সেই লেখা বর্তমান প্রেক্ষাপটে খুবই জরুরি বিষয় হিসাবে, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমে যুক্ত করা হয়েছে। অতীতে বহু লেখকের বিভিন্ন লেখা, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমে যুক্ত হয়েছে, তাদের সাথে একই পঙক্তিতে ওনার নাম অন্তর্ভুক্ত হওয়ায়, বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে মিসেস মুখার্জীকে, আন্তরিক অভিনন্দন জানানো হল।

বিশেষ সংবাদ

গত সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে, বাংলাদেশের চট্টগ্রামে, সাংস্কৃতিক উৎসব এবং বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রাজধানী দিল্লি শহরের, বিশিষ্ট তিন সাহিত্যানুরাগী, প্রাণজি বসাক, পীযূষকান্তি বিশ্বাস এবং প্রণব দত্ত, চট্টগ্রাম সাংস্কৃতিক উৎসব এবং বইমেলায় বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হয়ে ওখানকার বিভিন্ন স্থানে সাহিত্য ভ্রমণ করে এলেন। কবিবন্ধু মানিক বৈরাগীর আমন্ত্রণে দিল্লির কবিরা কক্সবাজারে এবং রামু সফর করেন। এই দুটি স্থানেও বৈঠকী সাহিত্য আসর বসেছিল। তিনদিনের এই উৎসবের কর্ণধার, কবি ইউসুফ মুহম্মদ, তাঁর

অঙ্কুর ankur

মদনপুর খাদার অঞ্চলে প্রান্তিক শিশুদের জন্য
বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের স্কুল 'অঙ্কুর'।

স্কুলটির জন্য সাহায্য করতে এগিয়ে আসুন।
নিচে QR Code স্ক্যান করে মুক্তহস্তে দান করুন।

A GENEROUS STEP TOWARDS THE GROWTH OF EDUCATION, PLEASE JOIN HANDS WITH US AND DONATE FOR 'ANKUR' OUR PRIMARY SCHOOL AT MADANPUR KHADAR FOR THE UNDERPRIVILEGED. OUR SUPPORT TODAY, CAN GIVE THEM WINGS TO REACH THE SKY TOMMORROW!

Paytm
Accepted Here

PLEASE SCAN THE QR CODE IF YOU WISH TO CONTRIBUTE FOR THIS NOBLE CAUSE. IN ORDER TO OBTAIN A RECEIPT PLEASE SHOW THE SCREEN SHOT OF THE TRANSACTION AT BENBAL ASSOCIATION MUKTADHARA OFFICE.

FOR FURTHER INFORMATION
CONTACT: 73034 54989

REGISTRATION No. 1295
of 1958-1959 UNDER SECTION 80G.
PAN: AAAAB0105G

স্বভাবসিদ্ধ সযত্ন আতিথেয়তায় ওনাদের সকলকে মুগ্ধ করেন। বাংলাদেশের অগণিত সংস্কৃতি প্রেমী ব্যক্তিত্ব, ওনাদের কবিতা পাঠ, আবৃত্তি এবং দিল্লি কেন্দ্রিক সাহিত্য আলোচনায় মুগ্ধ হয়ে উচ্চ প্রশংসা করেন। উদ্যোক্তাদের তরফ থেকে, এই উৎসবে ওনাদের তিনজনকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। রামু উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ফাহমিদা মুস্তফা তাঁদের সম্মানে প্রীতিভোজের আয়োজন করেছিলেন। এছাড়াও পূব-পশ্চিম পত্রিকার সম্পাদক কবি আশরফ জুয়েলের আয়োজনে দিল্লির কবিরা ঢাকায় এক সাহিত্য বৈঠকে যোগ দেন, বাংলাদেশের জাতিসত্বার কবি নুরুল হুদা তাতে পৌরহিত্য করেন। দর্শনা ল্যান্ড বর্ডার হয়ে, ফেরার পথে চুয়াডাঙ্গায়, ওনাদের সাথে আশাতীতভাবে যোগাযোগ হয় কবি নজমুল হেলালের। সেখানে স্বল্পকালীন যাত্রাবিরতি এবং সৌহার্দ বিনিময় হয়। সীমান্তের এপারে অদূরেই নদীয়ার বহিরগাছিতে, পীযূষকান্তি বিশ্বাসের গ্রামের বাড়িতে রাত্রিযাপন এবং পরদিন পীযূষবাবুর দুই দাদা পলাশকান্তি এবং পল্লবকান্তি বিশ্বাসের ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় কবি-সাহিত্যিকদের সমন্বয়ে, আয়োজন করা হয় কবিতা পাঠের আসর। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই সাহিত্য ভ্রমণের সাথে ওনারা সাজাদপুরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুঠিবাড়ী, কাছারি বাড়িও পরিদর্শন করে দিল্লি ফিরেছেন।

দ্বিতীয় দক্ষিণ দিল্লি বইমেলা

(দক্ষিণ দিল্লি কালীবাড়ি এবং বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের যৌথ প্রয়াস)

আগামী ২৪ থেকে ২৭ নভেম্বর, বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন ও দক্ষিণ দিল্লি কালীবাড়ির যৌথ উদ্যোগে রামকৃষ্ণ পুরমে মালাই মন্দিরের সন্নিকটে দক্ষিণ দিল্লি কালীবাড়ি প্রাঙ্গনে, দ্বিতীয় বইমেলার আয়োজন হতে চলেছে। গত বছরের অভূতপূর্ব সাফল্যের পর এবছরেও আবার আমাদের স্বপ্নের উড়ান ডানা মেলতে চলেছে।

রাজধানী শহর এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে যেভাবে অসংখ্য বাঙালি ছড়িয়ে আছেন তাদের কথা ভেবে, দিল্লির বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন, বাংলা ভাষা প্রচার ও প্রসারে, সমগ্র কার্যকলাপকে শুধুমাত্র একটা গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ না রেখে, নয়ডা, গুরুগ্রাম, গাজিয়াবাদ এবং ফরিদাবাদের বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে মিলে মিশে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে আমাদের এই কর্মকাণ্ডকে আরও বৃহৎ আকারে

ছড়িয়ে দিতে বদ্ধপরিকর। আপনারা যে কেউ, প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

রাজধানী এবং সন্নিহিত অঞ্চলের সাংস্কৃতিক সংবাদ

গত ১৬ এবং ১৭ই সেপ্টেম্বর, দক্ষিণ দিল্লি কালীবাড়ি ও পার্পল টাচ ক্রিয়েটিভস এর যৌথ প্রযোজনায়, দক্ষিণ দিল্লি কালীবাড়ি প্রাঙ্গণে, দুদিন ব্যাপী সোনাঝুরির হাট ও লোক সংস্কৃতি উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল। গ্রামবাংলার মাটির গন্ধ এবং চিরাচরিত লোক সংস্কৃতির সুর ও ছন্দে বাঁধা এই উৎসবের শুভ সূচনা করেন প্রাক্তন সাংসদ ও কালীবাড়ির চেয়ারম্যান শ্রী অভিজিৎ মুখার্জী। উৎসবের দুইদিন ব্যাপী, বৃষ্টির আনাগোনা থাকলেও, সারাদিনের এই অনুষ্ঠানে দিল্লি এবং সন্নিহিত অঞ্চলের বহু সংস্কৃতি প্রেমী মানুষের আনন্দমুখর অংশগ্রহণে, উৎসাহ ও উদ্দীপনা এবং স্বতস্ফূর্ততা ছিল নজরকাড়া। এই উৎসবে, বাউলের আখড়া, ঝুমুর নৃত্য এবং বিলুপ্ত প্রায় নৃত্যশৈলী রায়বেঁশে নৃত্যে শিল্পীদের অপূর্ব কলাকৌশল, সমবেত দর্শকদেরকে মন্ত্রমুগ্ধ করে তুলেছিল। সন্ধ্যার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন আঙ্গিকের (বাউল, বাওহাইয়া, ভাটিয়ালি ইত্যাদি) গান পরিবেশন করেন, বীরভূমের প্রখ্যাত লক্ষণ দাস বাউল, স্বপন অধিকারী এবং লোক সঙ্গীত শিল্পী ইলা মা ও তাঁর সুযোগ্যা কন্যা আয়ুশী। সাংস্কৃতিক উৎসবের সাথে ছিল বাংলার হস্তশিল্পের পসরা, বস্ত্র সম্ভার এবং সুস্বাদু খাবারের স্টল। উৎসবের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে, দুই সংস্থার কর্ণধার শ্রী আশীষ রঞ্জন দাস ও শ্রী সুব্রত দাস আগত দর্শকের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং আগামী দিনে আবার এই ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজন করার অঙ্গীকার করেন।

গত ১৭ই সেপ্টেম্বর, নয়ডার ইন্দিরা কলা কেন্দ্রতে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল BONGGO পরিচয় এর প্রথম সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা 'সমর্পণ ২০২৩'। বাঙালির শিকড়ের টানে শিল্প ও গানের এই অনুষ্ঠানে, প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন শ্রদ্ধেয় ডঃ অমিতাভ মুখার্জী, শ্রদ্ধেয় প্রদীপ গাঙ্গুলী, শ্রদ্ধেয় এ.সি.পি. সন্দীপ চক্রবর্তী প্রমুখ ব্যক্তিত্ব। স্মৃতি মহেশ-এর গণেশ বন্দনা দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনার পর, সঙ্গীত পরিবেশন করেন, উজান গোষ্ঠীর কর্ণধার তপতী মুখার্জী ও তাঁর যৌথ পরিবার, সঙ্গীত শিল্পী রাজর্ষি দেবরায়, ডঃ গৌরব রায়। তবলার বোলে আসর মাতিয়ে তোলেন, নীলাঞ্জন সেনগুপ্ত। সকল শিল্পীদের মন

মুক্তধারা
বুক শপ
রাজধানী দিল্লিতে বাংলা বইয়ের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রাপ্তিস্থান
বঙ্গ সংস্কৃতি ভবন, ১৮-১৯ ভাই বীরসিং মার্গ, লোধি মার্কেট, নিউ দিল্লী

মাতানো গানে আর তবলায় শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছেন। দেবীর আগমন নিয়ে, সুমন ভট্টাচার্য্য, দেবিকা গোস্বামী, সঞ্চালী মুখার্জী আবৃত্তি পরিবেশন করেছিলেন। এছাড়াও সারা মাহেশ-এর নৃত্য, স্বরাজ ভট্টাচার্য-এর আবৃত্তি ও বর্তমান প্রজন্মের সায়ন উপাধ্যায়, স্বরলিপি সেনগুপ্ত অভিনব ভাবে সঙ্গীত পরিবেশনা করেছেন। এই অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল অন্যতম বিখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্ব ও পরিচালক রবি শঙ্কর কর-এর পরিচালিত নাটক 'ননীবালাদের কথা'। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন ডঃ সঞ্চালী মুখার্জী।

গত ২৩শে সেপ্টেম্বর, রাজধানী দিল্লির অন্যতম সাংস্কৃতিক সংস্থা, ইমপ্রেসারিও ইন্ডিয়ার উদ্যোগে, ইন্ডিয়া হ্যাবিট্যাট সেন্টারে, প্রাক পূজার অনুষ্ঠান হিসাবে, 'ইয়া দেবী' শীর্ষক একটা অসাধারণ অনুষ্ঠানের সাক্ষী হয়ে থাকলেন দিল্লির সংস্কৃতি জগতের অগণিত দর্শক। মা এবং মেয়ের জুটি অর্থাৎ সঙ্গীত শিল্পী চন্দ্রাবলী রুদ্র দত্ত এবং ওনার সুযোগ্যা কন্যা দীপাবলী দত্ত, উভয়েই স্তোত্র এবং আগমনী গানে সকলের মন ভরিয়ে দিয়েছেন। বাংলার দুই উস্তাদ পারকাশনে পার্থ মুখোপাধ্যায় এবং কীবোর্ডে সুব্রত মুখোপাধ্যায় সন্ধ্যাকে মন্ত্রমুগ্ধকর অভিজ্ঞতায় রূপান্তরিত করতে ত্রুটি রাখেননি।

গত ২৩শে সেপ্টেম্বর, শনিবার সন্ধ্যে বেলায় মাতৃমন্দির লাইব্রেরী হলে বসেছিল 'বঙ্গ সংস্কৃতির আসর'। প্রতিবারের মতো আসরের শুভারম্ভ হয় 'বাংলার মাটি বাংলার জল' গানটি গেয়ে। উপস্থিত সকলেই গানটিতে কণ্ঠ মেলান। আসরের প্রথা অনুযায়ী, যে সকল বাঙালি মনীষীরা গতমাসে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের স্মরণ করে প্রত্যেকের নাম পড়ে শোনান হয়। আসরে উপস্থিত সুধীজনদের মধ্যে, গত মাসে যাঁদের জন্মদিন ছিল, তাঁদের সকলের দীর্ঘ সুস্থ জীবন কামনা করে, হাতে একটি লাল গোলাপ দিয়ে শুভেচ্ছা জানান, মন্দিরের সভাপতি শ্রীমতী চন্দনা মুখার্জী। নিয়মিত শিল্পীদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন সঙ্গীত গুরু শ্রী বিষ্ণুমুরারি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যিনি তাঁর উদাত্ত কণ্ঠে সঙ্গীত পরিবেশন করে সকলের মন জয়ে করে নেন। আসরের প্রথা অনুসরণ করে, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে বলেন অধ্যাপক অঞ্জন রায় (আইআইটি, দিল্লি)। সেপ্টেম্বর মাসে শিক্ষক দিবসকে মনে রেখে আসরে উপস্থিত সকল শিক্ষকদের একটি করে লাল গোলাপ দিয়ে সম্মান জানানো হয়। পরিশেষে, 'মোদের গরব মোদের আশা' গানটি গেয়ে আসরের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

{প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, গত সেপ্টেম্বর মাসের অ্যাসোসিয়েশন সংবাদে, মাতৃমন্দির সংবাদ কলমে একটা ভুল তথ্য (অধ্যাপক দীপেন্দ্র নাথ দাস, VC, JNU) অসাবধানবশতঃ ছাপা হয়েছিল। সঠিক তথ্য হিসাবে ওটা (অধ্যাপক দীপেন্দ্র নাথ দাস, Pro VC, JNU) হবে। অনিচ্ছাকৃত এই ভুলের জন্য আমরা বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।}

গত ৬ই অক্টোবর, সন্ধ্যায় বঙ্গ সংস্কৃতি ভবনের মুক্তধারা মঞ্চে 'আগমনী' শীর্ষক একটা বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে, নারায়ণী নমোস্তুতে গ্লোবাল দুর্গা পূজা এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড কমিটি। উদ্যোক্তাদের তরফ থেকে শ্রীমতি মিঠু চ্যাটার্জী এবং শ্রী কৌশিক গুহ রায় জানিয়েছেন, অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয়েছিল, বাংলার ঐতিহ্যবাহী ঢাকের ধ্বনির মাধ্যমে। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের অনুষ্ঠানে মঞ্চকে আলোকিত করে উপস্থিত ছিলেন, পদ্মশ্রী পুরস্কারপ্রাপ্ত এবং ভাস্কর প্রফেসর বিমান বিহারী দাস, শ্রী আশুতোষ ত্রিপাঠী, মেট্রো সম্পাদক, নবোদয় টাইমস পাঞ্জাব কেশরী গ্রুপ, নারায়ণী নমস্তুতে গ্লোবাল দুর্গা পূজা এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ডস কমিটির বোর্ড উপদেষ্টা শ্রী তমাল দত্ত, বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন, নিউ দিল্লির সাধারণ সম্পাদক শ্রী প্রদীপ গাঙ্গুলী, সামাজিক কর্মী শ্রী অনুজ চক্রবর্তী, Buzzingbugs Global Pvt. Limited-এর প্রতিষ্ঠাতা শ্রী কৌশিক রায় এবং সহ-প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমতি প্রিয়াঙ্কা রায়। রাজধানী দিল্লি সহ সন্নিহিত অঞ্চলের বহু গন্যমান্য ব্যক্তি এবং পূজা আয়োজক কমিটির উপস্থিতিতে, শিল্প, সংস্কৃতি, খেলাধুলা এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে পাঁচজন সফল ব্যক্তিত্বকে 'শক্তি পুরস্কার' প্রদান করা হয়। পুরস্কার প্রাপকদের তালিকায় ছিলেন, রাজধানী শহরের বিখ্যাত নাট্যকার শ্রী বাপী বোস, শিল্পী শ্রী নীরেন সেনগুপ্ত, প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ শ্রীমতি মঞ্জু রানা, প্রাক্তন ফুটবলার শ্রী অনাদি বড়ুয়া এবং A.I.F.F. এর একজন সুপ্রতিষ্ঠিত প্রাক্তন সম্পাদক শ্রী কুশল দাস। এরপর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হয় বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে। দিল্লির জনপ্রিয় শিল্পী জুটি শ্রীমতি বিশাখা বসু ও মিহির বসুর সঙ্গীত পরিবেশনের পর, মঞ্চে সঙ্গীত পরিবেশন করেন শিল্পী দোলন মৈনাক। তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে আশাজীর গান এবং সুফি ঘরানার গানের সাথে বাংলা লোকগানে উপস্থিত দর্শকদের মুগ্ধ করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনার ভার সামলেছেন, উপস্থাপক শিরীন সরকার।

BENGAL ASSOCIATION
বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন
NEW DELHI
আপনি কি বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের
সদস্য হতে চান?
অথবা সদস্যতা নেবার পর
ঠিকানা বা ফোন নং পরিবর্তিত হয়েছে?
যোগাযোগ করুন
বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের অফিসে
ফোন নংঃ
+91 7303400554
ইমেলঃ
bengalassociation1819@gmail.com
www.bengalassociation.com

রাজধানী দিল্লির আগামী সাংস্কৃতিক সংবাদ

আগামী ১০ই অক্টোবর সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে 'রেডফোর্ট ফিয়েস্তা'. এই প্রথমবার দিল্লির লাল কেল্লায়, ছটি দেশের সাথে লে রিদম স্কুল অফ মিউজিক, এক পৃথিবী এক পরিবার এক ভবিষ্যৎ শীর্ষক বিভিন্ন আঙ্গিকের নৃত্যানুষ্ঠানে একসাথে অংশগ্রহণ করবে। সমগ্র অনুষ্ঠানটির নৃত্য নির্দেশক হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন, ভারতের অন্যতম বিখ্যাত কোরিওগ্রাফার মৈত্রেয়ী পাহাড়ি।

আগামী ৫ই নভেম্বর, রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায়, রাজধানী শহরের অন্যতম নাট্যদল, নবপল্লী নাট্য সংস্থা, বাংলা রঙ্গালয়ের ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে, বিশ্বজিৎ সিনহা নির্দেশিত, পূর্ণাঙ্গ ঐতিহাসিক নাটক 'তিনকড়ি দাসী - দ্য লেডি ম্যাকবেথ' মঞ্চস্থ করবেন বঙ্গ সংস্কৃতি ভবনের মুক্তধারা মঞ্চে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, এই নাটকটি এর আগে দু'বার মঞ্চস্থ হয়েছিল, চিত্তরঞ্জন পার্কের বিপিন চন্দ্র পাল অডিটোরিয়ামে এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন মেমোরিয়াল সোসাইটি অডিটোরিয়ামে। রাজধানী শহরের নাট্যমোদী দর্শকদের কাছে, নবপল্লী নাট্য সংস্থার তরফ থেকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো হয়েছে, যাঁরা এর আগে এই ঐতিহাসিক নাটকটি দেখার সুযোগ পাননি, তাঁরা যেন উক্ত দিনে অবশ্যই সাথে থাকেন।

একটি বিশেষ আবেদন

বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন, দিল্লি এবং সংলগ্ন বাঙালিদের কাছে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের খবরাখবর "অ্যাসোসিয়েশন সংবাদ" নামক একটা মাসিক ক্ষুদ্র পত্রিকার মাধ্যমে আপনাদের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করে। যদি আপনারা নিজ এলাকার সাংস্কৃতিক সংবাদ, প্রত্যেক মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে আমাদের কাছে সযত্নে পাঠিয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন, তাহলে আমরা যথাসম্ভব সেগুলো প্রকাশ কবে সবার কাছে পৌঁছে দিতে সচেষ্ট হবো। আপনারা এই সমস্ত সংবাদ, বাংলা, হিন্দি এবং ইংরাজি এই তিনটির যেকোনো ভাষায় আমাদের কাছে ই-মেল করে (associationsangbad@gmail.com) অথবা আমাকে ব্যক্তিগত হোয়াটস্যাপ (রাজা চট্টোপাধ্যায় 9810484734) মাধ্যমেও পাঠাতে পারেন।

Editor and Publisher Shri Prodip Ganguly
Published on behalf of Bengal Association, New Delhi.
Designed & Composed by Roma Chakraborty, C.R. Park, 9213134487

.